গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান" কর্মসূচী

বাস্তবায়ন নীতিমালা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মার্চ' ২০১১

মুখবন্ধ

নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা প্রদানের জন্য দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিদ্যমান কর্মসূচীসমূহের মধ্যে অন্যতম। গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারীর মৌলিক মানবাধিকার রূপে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা এই কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। যথাযথ সচেতনতা ও তথ্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতি ভাতাভোগী মাকে ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে ১৮ জন করে ৮৮০০০ জন মায়ের জন্য ৩৬.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই কার্যক্রম চলমান থাকবে।

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েরা মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা, গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি খাদ্য গ্রহণ, প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি, যৌতুক নিরোধ, বাল্য বিবাহ বন্ধ ও জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে সচেতন হওয়ারও সুযোগ পাবেন। এ কর্মসূচী গর্ভবতী মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সহায়ক হবে।

আনন্দের বিষয় এই যে, বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই পুস্তিকার তথ্যাবলী ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলাসহ মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এ সংক্রান্ত কমিটি সমূহের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং নির্বাচিত এনজিও/সিবিও সমূহের জন্য এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহায়ক হবে।

আমি এই কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। এই নীতিমালা প্রণয়নে ও পুস্তিকা প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানকারী সকল ব্যক্তি ও সংস্থাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

(ডঃ শিরীন শারমিন চৌধুরী)
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ।

E-mail: dwadhaka @ gmail. com

সংশোধিত নীতিমালা

১.০ পটভূমি ঃ

১.১। বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় বসবাসরত অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র পীড়িত। এদের মধ্যে মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয়, বিশেষ করে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের। বর্তমানে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যের ধারণা শুধুমাত্র মাতৃস্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মাতৃস্বাস্থ্যের যত্নের বিষয়টি মানবাধিকার ও নৈতিকতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় বলে এসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১.২। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাতাভোগীর সংখ্যা, কর্ম এলাকা ও ভাতার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে। প্রসংগত ২০০৫ সালে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে বেসরকারী সংস্থা ডরপ এর উদ্যোগে দেশে সর্বপ্রথম পাইলটাকারে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচী শুরু হয়। এর ফলশ্রুতিতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে সরকারী ভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাধ্যমে এ কর্মসূচী শুরু হয়। পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার উদ্দেশ্যে সুস্থ সবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রত্যাশায় সরকার মাতৃত্বকাল ভাতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেটে ১৭.০০ (সতের কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদানের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচীর সূচনা করেছে। কর্মসূচীর শুরুতে ৩০০০ ইউনিয়নের প্রতিটিতে ১৫ জন করে মোট ৪৫০০০ (পয়ঁতাল্লিশ হাজার) দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে ৩০০(তিনশত) টাকা করে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের মাসিক ৩৫০/-(তিনশত পঞ্চাশ) টাকা করে সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ৮০,০০০(আশি হাজার) ভাতাভোগীকে ৩৩.৬০ (তেত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ) কোটি টাকা মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে মাতৃত্বকাল ভাতা বাবদ বরাদ্দ ৩৬.৯৬ কোটি টাকা।

২.০। কর্মসূচীর কৌশলগত উদ্দেশ্য ঃ

ক. MDG ও PRSP ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী দরিদ্র মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ।

খ. মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি।

গ. গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি।

ঘ. প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি।

ঙ. ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধি।

চ. যৌতুক,তালাক ও বাল্য বিবাহ প্রবণতা রোধ।

ছ. জন্ম নিবন্ধন উৎসাহিত করা।

জ. বিবাহ নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.০। **কর্মসূচী এলাকা ঃ**

সমগ্র বাংলাদেশ। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাতাভোগীর সংখ্যা, কর্ম এলাকা ও ভাতার পরিমান হ্রাস-বৃদ্ধি করা হতে পারে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অধীনস্ত দপ্তর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে আলোচ্য কার্যক্রমটি তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৪.০ **বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এ বাস্তবায়ন কাজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

৪.১। **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ঃ**

দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহা পরিচালক উক্ত কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২ **মাতৃত্বকাল ভাতা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ঃ**

১.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, নির্বাচিত ১ জন ভাতাভোগী	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এনজিও	সদস্য
১১.	মহা পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

৪.৩ মাতৃত্বকাল ভাতা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্য পরিধি ঃ

ক. মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর নীতিমালা সংশোধন ও বাস্তবায়ন রূপরেখা চূড়ান্তকরণ।

খ. গর্ভধারিণী মা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন।

গ. **মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত কর্মসূচী সম্পর্কিত প্রস্তাবনা অনুমোদন।**

ঘ. সম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সরকারের অপরাপর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় বের করা (যেমন-মেটারনিটি ভাউচার স্কিম, কমিউনিটি নিউট্রিশন ইত্যাদি)। ভাতার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ভিজিডি অনুরূপ কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

ঙ. এনজিও সমূহের ভূমিকা/অংশগ্রহণ সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রণয়ন।

চ. কর্মসুচীর সামগ্রিক পরিকল্পনা, বাজেট প্রদান ও মূল্যায়ন।

ছ. **দেশী/ বিদেশী উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করে আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।**

জ. **কমিটি বছরে অন্তত ঃ দু'টি সভা করবে।**

৪.৪ মাতৃত্বকাল ভাতা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি ঃ

ক.	মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	সভাপতি
খ.	পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	সহ সভাপতি
গ.	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সংশ্লিষ্ট উপসচিব)	সদস্য
ঘ.	প্রতিনিধি, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
ঙ.	প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এনজিও	সদস্য
চ.	প্রতিনিধি, এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য
ছ.	কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম অফিসার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
জ.	কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

৪.৫ মাতৃত্বকাল ভাতা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির কার্য পরিধি ঃ

ক. মাতৃত্বকাল ভাতা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি **জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচীর সার্বিক সমন্বয়ের (মনিটরিং/ ইভালুয়েশনসহ) দায়িত্ব পালন করবে।**

খ **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করা।**

গ. **এনজিও নির্বাচন এর যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা।**

ঘ. **সহযোগী এনজিও বাছাই ও তাদের কার্য পরিসর নির্ধারন।**

ঙ. **অর্থ ছাড়করণ সহ মাঠ পর্যায়ে বিভাজন প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।**

চ **নির্বাচিত এনজিও এর কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা (পরিশিষ্ট -গ)।**

ছ **নির্বাচিত এনজিও এর সার্ভিস চার্জ প্রদানের ব্যবস্থা ।**

জ **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা।**

ঝ. **কমিটি বছরে অন্তত ৪টি সভা করবে।**

৪. ৬ জেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি ঃ

ক. জেলা প্রশাসক — সভাপতি

খ. সিভিল সার্জন — সদস্য

গ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) — সদস্য

ঘ. উপ পরিচালক সমাজ সেবা অধিদপ্তর — সদস্য

ঙ. উপ পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা — সদস্য

চ. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা — সদস্য

ছ. সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধি — সদস্য

জ. নির্বাচিত ভাতাভোগী ২জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) — সদস্য

ঝ. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা — সদস্য সচিব

৪.৭ জেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটির কার্য পরিধি ঃ

ক. জেলা/উপজেলায় বাস্তবায়িত কর্মসূচীর তদারকি।

খ. নির্বাচিত এনজিও এর কার্যাবলী মনিটরিং।

গ. মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর আওতায় যে কোন ধরনের সমস্যা ও সমাধান।

ঘ. কমিটি বছরে ন্যূনপক্ষে ৩টি সভা আহ্বান করবে।

ঙ. নির্ধারিত ছকে মনিটরিং প্রতিবেদন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্রেরণ।

চ. সিবিও (Community based organization) তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যাচাই/বাছাই এর দায়িত্ব পালন করবে।

৫.০ উপজেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি

১. উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) — উপদেষ্টা

২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার — সভাপতি

৩. সংশ্লিষ্ট ইউ,পি চেয়ারম্যান — সদস্য

৪. উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা — সদস্য

৫. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা — সদস্য

৬. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা — সদস্য

৭. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা — সদস্য

৮. সংশ্লিষ্ট উপজেলা ব্যাংক প্রতিনিধি — সদস্য

৯. নির্বাচিত ভাতাভোগী ২ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) — সদস্য

১০. সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধি — সদস্য

১১. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

৫.১ উপজেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটির কার্য পরিধি ঃ

ক. ইউনিয়ন ভিত্তিক ভাতাভোগীর নির্ধারিত সংখ্যা পর্যায়ক্রমে পূরণ করতে হবে যাতে সর্বাবস্থায় অধিকতর দরিদ্র নতুন গর্ভধারিণী মা ভাতা সুবিধা পেতে পারেন।

খ. ত্রৈমাসিক সভার মাধ্যমে কার্যক্রমটির সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নসহ এনজিও/সিবিওর কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

গ. পূর্ববর্তী তিন মাসের মনিটরিং রিপোর্ট পরবর্তী ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থাপন করবেন।

ঘ. বিশেষ প্রয়োজনে তিন মাস পূর্বেই সভা করা যাবে।

ঙ. জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ মাতৃত্বকাল ভাতার ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করবেন।

৬.০। ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি ঃ

১। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
২। মহিলা সদস্য	সদস্য
৩। ইউনিয়ন সমাজ কর্মী, সমাজ সেবা কার্যালয়	সদস্য
৪। ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কর্মী	সদস্য
৫। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	সদস্য
৬। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধি (উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭। এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
৮। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	সদস্য-সচিব

৬.১। ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটির কার্য পরিধি ঃ

ক. গর্ভধারিণী মা সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে জরিপ এবং তথ্যানুসন্ধান।

খ. ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার প্রধান, মসজিদের ইমাম, স্থানীয় কাজী এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারীদের নিকট হতে বয়স, বিবাহ, সন্তান সংখ্যা, মাসিক আয়, সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ পূর্বক স্থানীয়ভাবে মাইকিং করে নির্দিষ্ট তারিখে সম্ভাব্য ভাতা প্রার্থীদের উপস্থিতিতে প্রাথমিক বাছাই কাজ সম্পন্ন করবে।

গ. গর্ভধারণ বিষয়ে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস বা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অফিসের নিকট হতে বিনামূল্যে সনদ সংগ্রহ।

ঘ. সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করে আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-ক) পূরণ পূর্বক প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করে প্রাপ্ত অনাপত্তি এবং সুপারিশসহ সম্ভাব্য তালিকা জেলা/উপজেলা কমিটির কাছে উপস্থাপন করবে।

ঙ. প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে। তবে অমীমাংসিত থেকে দিলে তা উপজেলা কমিটিতে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করবে।

৭.০। **ভাতাভোগী হওয়ার শর্ত ও যোগ্যতা ঃ**

ক. প্রথম বা দ্বিতীয় গর্ভধারণকাল (যে কোন একবার)।
খ. বয়স কমপক্ষে ২০ বছর বা তার উর্ধ্বে।
গ. মোট মাসিক আয় ৮৫০০/- টাকার নিম্নে।
ঘ. দরিদ্র প্রতিবন্ধী মা অগ্রাধিকার পাবেন।
ঙ. কেবল বসত বাড়ী রয়েছে বা অন্যের জায়গায় বাস করে।
চ. নিজের বা পরিবারের কোন কৃষি জমি, মৎস্য চাষের জন্য পুকুর নেই।
ছ. **উপকারভোগী নির্বাচনের সময় অর্থাৎ জুলাই মাসে উপকারভোগীকে অবশ্যই গর্ভবতী থাকতে হবে ঃ**

- ❖ বর্ণিত শর্তসমূহের মধ্যে কেউ ক,খ ও ছ সহ কমপক্ষে ৫ (পাঁচটি) শর্ত পূরণ করলে তার নাম প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।
- ❖ অধিকতর দরিদ্র অগ্রাধিকার পাবেন।
- ❖ প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভের সন্তান গর্ভাবস্থায় বা জন্মের ২(দুই) বছরের মধ্যে মারা গেলে তৃতীয় গর্ভধারণকালে **ভাতা প্রাপ্য হবেন।**
- ❖ একজন ভাতাভোগী জীবনে একবার ২(দুই) বছর সময়কালের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা পাবেন।
- ❖ গর্ভপাতের কারণে নির্দিষ্ট চক্র অসম্পূর্ণ থাকলে তিনি পুনরায় গর্ভবতী হয়ে পরবর্তীতে ২(দুই) বছরের মাতৃত্বভাতা প্রাপ্য হবেন, যদি অন্যান্য শর্ত পূরণ হয়ে থাকে।

৮.০। **অংশগ্রহণকারী এনজিও-র উপযুক্ততার শর্তাবলী ঃ**

ক. সংশ্লিষ্ট তথা ইচ্ছুক কর্ম এলাকায় নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত, শুদ্ধাচার বা অন্যান্য সমাজ গঠনমূলক কাজে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
খ. জেলার যথাযথ কর্তৃপক্ষের (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/সমাজ কল্যাণ/এনজিও ব্যুরো/পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন) এর রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।
গ. বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন (বিগত তিন বছরের) সন্তোষজনক প্রতীয়মান হতে হবে।
ঘ. **তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।**
ঙ. জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় এবং উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে সক্ষম কর্মীবাহিনী রয়েছে এমন এনজিওকে **অগ্রাধিকার দেয়া হবে।**
চ. সরকার/প্রশাসনের সাথে উন্নয়নমূলক কাজে যৌথ অংশীদারিত্বের বা সম্পৃক্ততার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
ছ. Matching Fund প্রদানে সক্ষম এনজিও অগ্রাধিকার পাবে।
জ. যে সকল এনজিও ইতোপূর্বে মাতৃত্বকালীন ভাতা অনুরূপ কার্যক্রমের বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

৮.১। অংশগ্রহণকারী সিবিও (Community based organization) তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির উপযুক্ততার শর্তাবলী ঃ

ক. সংশ্লিষ্ট তথা ইচ্ছুক কর্ম এলাকার নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে।

খ. যথাযথ কর্তৃপক্ষের তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।

গ. বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন (বিগত তিন বছরের) সন্তোষজনক প্রতীয়মান হতে হবে।

ঘ. তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিবিওকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ঙ. উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সহিত কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে।

চ. সিলেকশন প্রাপ্তির ১ সপ্তাহের মধ্যে কর্মী বাহিনীর তালিকা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

ছ. যে সকল সিবিও ইতোপূর্বে মাতৃত্বকাল ভাতা অনুরূপ কার্যক্রমের বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

৯.০। অংশগ্রহণকারী এনজিও-র ভূমিকা ঃ

ক. দরিদ্র গর্ভধারিনী নির্বাচনের জন্য প্রতিবেদনসহ অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

খ. প্রজনন স্বাস্থ্যসহ জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ. প্রসব পূর্বযত্ন (ANC), প্রসব পরবর্তী যত্ন (PNC) এবং প্রসবকালীন যত্ন, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃদুগ্ধ পান, পুষ্টি শিশু পরিচর্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত মটিভেশনসহ স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ পূর্বক স্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান।

ঘ সুবিধাভোগী পরিবারের সাথে যোগাযোগ,পরিবীক্ষণ ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান।

ঙ. ভাতা বিতরণে সহায়তা প্রদান।

চ. ঔষধ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা প্রদান ।

ছ. ভাতা পরবর্তী সময়ের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে সুফলভোগী পরিবার সমূহকে ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান।

জ. জন্ম নিবন্ধন ও বিবাহ নিবন্ধনের বিষয়ে মহিলাদের অবহিতকরণসহ নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগিতা প্রদান।

ঝ. এনজিওদের কার্যক্রম জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তদারকি করবেন এবং এনজিওর কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এনজিওএর সার্ভিস চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করবেন।

৯.১। **অংশগ্রহণকারী সিবিও (Community bassed organization) তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির ভূমিকা ঃ—**

ক. সিলেকশন প্রাপ্তি সাপেক্ষে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

খ. দরিদ্র গর্ভধারিনী নির্বাচনের জন্য প্রতিবেদনসহ অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

গ. প্রজনন স্বাস্থ্যসহ জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঘ প্রসব পূর্বযত্ন (ANC), প্রসব পরবর্তী যত্ন (PNC) এবং প্রসবকাল যত্ন, পরিবার পরিবকল্পনা, মাতৃদুগ্ধ পান , পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত মটিভেশনসহ স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ পূর্বক স্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান।

ঙ. সুবিধাভোগী পরিবারের সাথে যোগাযোগ, পরিবীক্ষণ ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান।

চ. ভাতা বিতরণে সহায়তা প্রদান।

ছ. ঔষধ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা প্রদান।

জ. ভাতা পরবর্তী সময়ের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান।

ঝ. জন্ম নিবন্ধন ও বিবাহ নিবন্ধনের বিষয়ে মহিলাদের অবহিতকরণসহ নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগিতা প্রদান।

ঞ. সিবিওর কার্যক্রম জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তদারকি করবেন এবং সিবিওর কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সিবিওর সার্ভিস চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করবেন।

১০.০। **ভাতার মেয়াদ, অর্থের পরিমান ও বিতরণ পদ্ধতি ঃ**

ক. নির্বাচিত গর্ভবতী মা'কে ২(দুই) বছর ব্যাপী প্রতি মাসে নগদ ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে (সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভাতার পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে)।

খ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে। তারা ভাতার অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ব তফসিল ব্যাংক (সোনালী ব্যাংক) এর মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে অথবা উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে বিতরণ করবেন (৬৪টি জেলার সদর উপজেলায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার ঐ দায়িত্ব পালন করবেন)।

গ. গর্ভধারণ অবস্থায় গর্ভপাত ঘটলে গর্ভপাত পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত ভাতা অব্যাহত থাকবে। সন্তান জন্মগ্রহণের পর দুই বছরের মধ্যে মারা গেলে সংশ্লিষ্ট মা ২৪ মাস পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময়টাতে ভাতা পাবেন।

ঘ. নির্বাচিত গর্ভবতী মা দুই বছরের মধ্যে মারা গেলে তার ভাতা প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে এবং অন্য কোন গর্ভবতী মা নতুন করে নির্বাচন করা যাবে না। তবে নির্বাচিত গর্ভবতী মায়ের বকেয়া টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বৈধ উত্তরাধিকারী (সন্তান) পাবে।

ঙ. শারীরিকভাবে অক্ষম/অসুস্থ্য ভাতা গ্রহীতাদের ভাতা গ্রহণের ক্ষেত্রে **ভাতা গ্রহীতা স্বশরীরে উপস্থিত হতে না পারলে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষে ভাতা গ্রহণের জন্য লিখিত ভাবে মনোনয়ন দান করবেন। মনোনীত ব্যক্তির পরিচয় পত্রে ওয়ার্ড মেম্বার/প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ছবি (সত্যায়নকারীর সীলসহ) থাকবে।**

১১.০। <u>ভাতাভোগীদের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ</u>

ক. জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা উপজেলা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ভাতা প্রাপকদের তালিকা ও আবেদন ফরম সংরক্ষণ করবেন।

খ. দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান বাবদ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অবমুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ. রাষ্ট্রায়ত্ব তফসিল ব্যাংক(সোনালী ব্যাংক) এর মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে অথবা উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা যৌথভাবে ভাতা বিতরণ করবেন।

ঘ. পেনশনারদের পিপিও এর ন্যায় ভাতা পরিশোধ কার্ড থাকবে (পরিশিষ্ট-খ)। এ কার্ডে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক ভাতা প্রাপকের সত্যায়িত ছবি (সত্যায়নকারীর সীলসহ) থাকবে। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর ভাতা পরিশোধ কার্ডে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান/কমিশনার ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাক্ষর করে ভাতাভোগীদের মধ্যে কার্ড বিতরণ করবেন। ভাতা গ্রহীতাদের মধ্যে কেউ কার্ড হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেললে উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নূতন কার্ড প্রদানের আবেদন পত্রের বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেন। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে কমিটি পুনরায় একটি ডুপ্লিকেট কার্ড ইস্যু করবেন।

ঙ. দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রতি ৩ মাসে একবার উপকারভোগীকে প্রদান করা হবে। তবে কোন অগ্রিম ভাতা প্রদান করা যাবে না।